সমাজ উন্নয়ন ও নারী শিক্ষা

সমাজ উন্নয়নের এক প্রধান শর্ত হলো নারী শিক্ষার উন্নয়ন। সমাজের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাই সমাজের বিশাল জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির জন্য নারী উন্নয়ন তথা নারী শিক্ষার দিকে বিশেষ মনোনিবেশ করতে হবে। নারী শিক্ষার জন্য সমাজের সকল স্তর থেকে সমপ্রচেষ্টা চালাতে হবে। সমাজের বিশেষ গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে শিশুকাল থেকে নারী শিশু ও পুরুষ শিশুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে যায় তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় থেকে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়।

শেলী সেনগুপ্তা

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার অনুযায়ী ছেলে অপেক্ষা মেয়ে কম। তাছাড়া প্রতিবছর ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যাই অধিক। পরিসংখ্যানে এই ঝরে পড়ার কারণও নির্ণয় করা হয়েছে। কারণগুলো হলো—

প্রথমত ঃ অভিভাকদের নিরক্ষরতা।
দ্বিতীয়ত ঃ অভিভাবকদের দরিদ্র্যতা।
তৃতীয়ত ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাস্তব সুবিধাদির অভাব, যেমন— পায়খানা প্রস্রাবখানার অভাব।
চতুর্থত ঃ বিদ্যালয়ের দূরত্ব।
পঞ্চমত ঃ নিরাপত্তার অভাব।

এসব কারণের পরেও আরও একটি প্রধান কারণ হলো শ্রেণীর পঠন-পাঠনের আকর্ষণহীনতা। বিদ্যালয়ের পাঠদান পদ্ধতি আকর্ষণীয় না হলে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হয় এবং ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি পায়।

আমাদের দেশের নারী শিক্ষার নিম্নহার বাড়াতে হলে অন্য কারণগুলো দূর করার প্রচেষ্টার পাশাপাশি মেয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে শ্রেণীর পঠনপাঠনকে আকর্ষণীয় এবং অর্থবহ করে তুলতে হবে।

মেয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠদানকে আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। যেসব মেয়ে শান্ত ও লাজুক প্রকৃতির তাদের পাঠে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। এ জন্য শিক্ষক যে সব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন তাহলো—

(১) ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের সমানভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে।
(২) উভয়ের প্রশ্ন যেন সমগুরুত্বসম্পন্ন হয়।
(৩) পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের দলে বিভক্ত করার প্রয়োজন হলে ছেলেমেয়ের মিলিত দল গঠন করতে হবে। উত্তর সঠিক হলে ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই সমানভাবে উৎসাহ দিতে হবে।
(৪) পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সাহায্য প্রদানের সময় ছেলে ও মেয়ে উভয়ের দিকে সমমনোযোগী হতে হবে।
(৫) শ্রেণীতে কাজের মূল্যায়নের সময় ছেলে-মেয়ে উভয়কেই সমান সুযোগ দিতে হবে।

পারিবারিক ও সামাজিক বাধা নিষেধের কারণে অনেক মেয়ের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ এবং আত্মবিশ্বাসের যথাযথ বিকাশ লাভ করতে পারে না। ফলে সবসময় তারা হীনমন্যতায় ভোগে। এই হীনমন্যতার কারণে তাদের কর্মক্ষমতা যথাযথ বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। মেয়ে শিক্ষার্থীদের মন থেকে এই বাধাবন্ধন দূর করে তাদের সঠিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকদের ভূমিকা অসীম। একটু সচেতন হলেই শ্রেণীতে কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা সম্ভব। মেয়ে শিক্ষার্থীর মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে শ্রেণীতে শিক্ষককে যে বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে তাহলো—

(১) ছেলে ও মেয়ে উভয়ের অভিবাদনের উত্তর দিতে হবে।
(২) যোগ্যতা অনুযায়ী ছেলে ও মেয়ে উভয়কে শ্রেণীনেতা হওয়ায় সুযোগ দিতে হবে।
(৩) পালাক্রমে দু'সপ্তাহ ছেলে আবার দু'সপ্তাহ মেয়েকে শ্রেণীনেতা করা যেতে পারে।
(৪) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মেয়েদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত কখনও কখনও বাধ্যতামূলক করা।
(৫) পাঠ উপস্থাপনায় নারী চরিত্রের প্রতি এবং তাদের চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
(৬) প্রসঙ্গক্রমে দেশ ও বিদেশের নারী সাফল্যের কাহিনী বর্ণনা করতে হবে।
(৭) নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে সজাগ থাকা।

শিশুরা দেশের ভবিষ্যত। তাদের ওপর আগামী দিন সমগ্র পৃথিবী নির্ভর করবে। সুতরাং তাদের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে নির্বিশেষে এই সম্পর্কের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষার্থীদের সামাজিক আচরণের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য শিক্ষককে কিছু বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

(১) শিক্ষার্থীরা যেন ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে বন্ধুসুলভ আচরণ করে।
(২) প্রয়োজনে যেন সহপাঠীর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।
(৩) খেলা ও পাঠের সময় ছেলেমেয়ের মিলিত দল গঠনে সহায়তা করা।
(৪) শ্রেণীকক্ষ সজ্জাতে সমভাবে দায়িত্ব প্রদান।
(৫) বাগান পরিচর্যাতে সমঅংশগ্রহণে সহায়তা করা।

বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারী শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশও এইক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তবে নারী শিক্ষার প্রসারে তৃনমূল থেকে সচেতন হতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার প্রসার না হলে পরবর্তীতে তা সুষ্ঠু হয় না। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া রোধ করতে হলে সমাজের সকল সহযোগিতা প্রয়োজন।

এইক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারেন শিক্ষক শ্রেণী। মানুষ গড়ার এইসব কারিগর তাদের দৃষ্টি ভঙ্গির সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজের প্রধানতম অংশে শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। মেয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য তাদের গভীর সচেতনতা প্রয়োজন।

নারী শিক্ষার প্রসারের বৃহত্তর অর্থ হলো দেশের অর্ধেকের চেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষের শিক্ষা প্রসার। কারণ শিক্ষিত নারী তথা শিক্ষিত মা দেশের জন্য সুন্দর ও শিক্ষিত জাতি উপহার দিতে পারে। তাই এই মায়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষায় সবারই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।